প্রথম আলো

তারিখ 27 SEP 2013
পৃঃ ১২ কলাম ৪

১২

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

শুক্রবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

editorial@prothom-alo.info

ছাত্রনেতাদের লুটপাট

ছাত্ররাজনীতি রাহুমুক্ত হবে কবে?

'ছাত্রনেতারা বদমাশ'—উক্তিটি সিলেটের মদনমোহন কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবুল মাল আবদুল মুহিতের। গত মঙ্গলবার কলেজটির বাজেট সভায় তিনি এ মন্তব্য করেছেন, বিশেষভাবে ওই কলেজের ছাত্রত্ব না থাকা ছাত্রনেতাদের সম্পর্কে। কারণ, তাঁরা কলেজের ৭০ লাখ টাকা মেরে দিয়েছেন।

মদনমোহন কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবুল মাল আবদুল মুহিত মহাজোট সরকারের অর্থমন্ত্রী বৈ আর কেউ নন। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি সেখানে আগন্তুক নন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ওই এলাকা থেকেই সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু 'বদমাশ' ছাত্রনেতাদের নাম তিনি উচ্চারণ করেননি। যদিও তাঁদের নাম-পরিচয় অজানা থেকে যাবে, এমন নয়। অজানা কিছুই থাকেনি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, লুটপাটে অংশ নিয়েছেন ছাত্রলীগ কলেজ কমিটির সভাপতি অরুণ দেবনাথ ও ছাত্রদলের সভাপতি কাজী মেরাজের নেতৃত্বে ১২ ছাত্রনেতা। সারা দেশে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ বিবদমান অবস্থানে থেকে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও লুটপাটের ক্ষেত্রে তাদের এই ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিক্ষার্থীদের বেতন ও ডিগ্রি পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা মেরে দিলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কি এই ছাত্রনেতাদের কাছে জিম্মি? ঘটনা ঘটছে দীর্ঘদিন ধরে, অথচ কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে আবুল মাল আবদুল মুহিত কি জবাব দেবেন?

আসলে রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্রয়েই সারা দেশেই ছাত্রনেতারা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি ও সন্ত্রাস করে নাম করেছেন। মদনমোহন কলেজের এই ছাত্রনেতাদের মতোই তাঁদের অধিকাংশেরই শিক্ষাজীবন শেষ হয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু ছাত্ররাজনীতি করা এতই লাভজনক যে পদ ছাড়তে তাঁরা কেউ রাজি নন। আধিপত্য ও দখলদারির প্রতিযোগিতায় তাঁরা নিজেদের মধ্যেও খুনখারাবিতে মেতে ওঠেন। আর প্রতিপক্ষ ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গে সহিংসতায় তাঁদের উৎসাহের শেষ নেই।

আজ ছাত্রলীগ যা করছে, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ছাত্রদলও ঠিক তা-ই করেছে। তাদের প্রতি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রশ্রয়ের কারণে কোনো সরকারের আমলে এদের অন্যায়-অপরাধের ব্যাপারে আইনের প্রয়োগ ঘটে না। সরকারপন্থী ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মী হলেই প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, হত্যা করা যায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা চেয়ে চেয়ে দেখেন, সংবাদপত্রে আগ্নেয়াস্ত্রসহ ছবি ছাপা হয়, টেলিভিশনেও চলমান ছবি প্রচারিত হয়, কিন্তু আইন তাঁদের বিরুদ্ধে কাজ করে না।

ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করেছে—এ কথা বললে কম বলা হয়। এ দুটি সংগঠন আর ছাত্রসংগঠন নেই, হয়ে উঠেছে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ নানা ধরনের অপরাধবৃত্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এভাবে আর কত দিন চলবে? ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের অশুভ কবল থেকে মুক্তি পাবে কবে?